ইয়া আবি! জাওয়্যিজনি

(বাবা! আমার বিয়ের ব্যবস্থা করুন)

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

মোবাইল-ইন্টারনেট। বর্তমানে সহজলভ্য একান্ত আলাপচারিতার এমন আরও কত মাধ্যম! গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ার পরিবেশ যেমন আজ বিস্তৃত। উন্মাদনা-উদ্রেককারী সরঞ্জামও তেমনই মানুষের হাতের নাগালে। অশ্লীলতা-বেলেল্লাপনার প্রচার-প্রসারে পাশ্চাত্যের নোংরা প্রচারণাও বেড়ে চলছে আশঙ্কাজনকভাবে। এমন নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে যুবক-যুবতিদের যে কতটা চারিত্রিক অবক্ষয় ঘটছে, তা আমাদের কারও অজানা নয়।

যে আসক্তির পেছনে পড়ে তারা পাপাচারে হাবুডুবু খাচ্ছে, সে আসক্তি আর কামনাবাসনা পূরণের সহজ পথ ও বৈধ মাধ্যম হলো বিয়ে। বিয়ের আমল করেই যুবক-যুবতিরা বেঁচে থাকতে পারে চারিত্রিক বহু অবক্ষয় থেকে। কিন্তু বিয়ের মতো আমলটি করতে চাইলেই কি তারা খুব সহজে এ চাওয়া পূর্ণ করতে পারে? বর্তমানের মা-বাবারা কি সন্তানদের বিয়ের আগ্রহের প্রতি সমর্থন জানিয়ে দ্রুত তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করেন?

অনেক মা-বাবা তো বরং নিজেদের পরিণত বয়সী সন্তানদের ব্যাপারে ভাবেন, তাদের তো এখনো বিয়ের বয়সই হয়নি; কিংবা বয়স হলেও বিয়ে করার মতো অবস্থানে তারা এখনো পৌঁছতে পারেনি! মা-বাবার ভাবনা-চিন্তা হলো, ছেলেকে আগে লাখপতি হতে হবে, গাড়ি-বাড়ির মালিক বনতে হবে; তারপর আসবে বিয়ের প্রশ্ন! এমনিভাবে মেয়েকেও আগে ডিগ্রি অর্জন করতে হবে, স্বাবলম্বিনী হতে হবে; তারপর দেখা যাবে বিয়ে!

আসলে পরিবারের কেউই বুঝতে চায় না যুবক-যুবতিদের কষ্ট! এজন্যই তারা লজ্জায় পড়ে না পারে মা-বাবাকে কিছু বলতে, আর না পারে বৈধভাবে নিজেরা কিছু করতে! আজকের যুবক-যুবতিদের অল্পসংখ্যকই

হয়তো ধৈর্যধারণ করে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, অধিকাংশই জড়িয়ে পড়ছে অবৈধ প্রেম-ফ্রি মিক্সিং, এমনকি এসবের শেষ পরিণাম জিনা-ব্যভিচারে! আল্লাহ আমাদের যুবসমাজকে রক্ষা করুন।

এ কথা আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারব না, যৌবনের শুরু থেকে দীর্ঘ একটা সময় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার সুযোগ বা পরিবেশ না পাওয়ার কারণেই আজকের যুবক-যুবতিরা হারাম আনন্দ-উল্লাসে জড়িয়ে পড়ছে। উন্মাদ হয়ে গুনাহ-নাফরমানি ইনজয় করছে।

সুতরাং মা-বাবা যদি সত্যিকার অর্থে নিজেদের পরিণত বয়সী সন্তানদের কল্যাণকামী হয়ে থাকেন, তাহলে তাদের অবশ্যই সচেতন হতে হবে নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে। যথাসময়েই সন্তানদের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে—যৌবনের উত্তাল স্রোতে দুলাল-দুলালিদের হারিয়ে যাবার আগেই। আশা করি, বক্ষ্যমাণ বইটি পড়ে সন্তানের জনক-জননীরা তাদের জরুরি একটি কর্তব্য পালনে সচেতন হয়ে উঠবেন, ইন শা আল্লাহ।

যাহোক, যেসব অবিবাহিত যুবক-যুবতিরা বিয়ে করে গুনাহমুক্ত পবিত্র দাম্পত্য জীবনযাপন করার কথা ভাবছেন, কিন্তু নিজেদের অভিভাবকদের কাছে মনের এ ইচ্ছেটুকু খুলে বলতে পারছেন না! কিংবা বলতে গিয়েও বারবার লজ্জায় ফিরে আসছেন! জি, আপনাদের বলছি। রুহামা পাবলিকেশনের চমৎকার এ উপহার—শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম প্রণীত 'ইয়া আবি! জাওয়্যিজনি' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ—'বাবা! আমার বিয়ের ব্যবস্থা করুন' বইটি নিজেও পড়ুন এবং কোনো কৌশলে অভিভাবকের হাতে পৌঁছিয়ে দিন। হুম! আশা করি, এরপরই তারা বুঝে নেবেন, আদরের দুলাল-দুলালির জন্য আশু কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তাই সাহস হারাবেন না! বইটি পৌঁছাতে একটু রিস্ক তো নিতেই হবে। বকুনিও খেতে হবে হয়তো! অবশ্য এরপরই আসছে বাসর সজ্জার আয়োজন...! আরে, গুনাহর কাজটাও কি কেউ রিস্ক ছাড়া সহজে করে ফেলতে পারে? গুনাহ-অপরাধে জড়াতে গিয়ে কতজনের যে কত বেহাল দশা হয়েছে, হচ্ছে—এমন হরেক খবর আমরা পাচ্ছি পত্রপত্রিকা আর মিডিয়াগুলোতে। সুতরাং আবারও বলছি, গুনাহমুক্ত একটি সুন্দর দাম্পত্য

জীবনের জন্য একটু সাহস নিয়েই আগে বাড়তে হবে! তা ছাড়া আপনার বাবা তো আর আপনার ছবি তুলে ফেবুতে ছড়িয়ে দেবেন না! পজেটিভ ব্যবস্থাই নেবেন, ইন শা আল্লাহ।

সুখবর কিন্তু আরও একটি আছে! অবিবাহিত পাঠকদের জন্য 'বাবা! আমার বিয়ের ব্যবস্থা করুন' বইটির শেষে আরেকটি চমৎকার বই আমরা সংযুক্ত করে একই সঙ্গে প্রকাশ করেছি। যেন জীবনসঙ্গিনীরূপে কেমন নারীকে গ্রহণ করা উচিত, এ ব্যাপারে তাদের দুশ্চিন্তা করতে না হয়। হ্যাঁ, 'বাবা! আমার বিয়ের ব্যবস্থা করুন' বইটির শেষেই রয়েছে শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম-এর অসাধারণ আরেকটি গ্রন্থ 'নিকাহুস সালিহাত'-এর বাংলা অনুবাদ—'পুণ্যবতীর সন্ধানে'। আশা করি, পাঠক এ উভয় বই পড়ে যথেষ্ট উপকৃত হতে পারবেন, ইন শা আল্লাহ।

- হাসান মাসরুর

সূচিপত্র

শুরুর কথা ১১
কেস স্টাডি ১৩
সচ্চরিত্রা নারী ১৭
বিবাহের গুরুত্ব ও মর্যাদা ১৯
বিবাহের উপকারিতা ১৯
পাপের অংশীদার ২৪
পরামর্শ ২৬
বিয়ের ব্যাপারে উদার হোন ২৮
আপনিই জিম্মাদার ২৯
পিতার প্রতি সন্তানের হৃদয়ের আকুতি! ৩১
কতিপয় বাস্তব অভিজ্ঞতা ৩১
বিবাহ দেরিতে করার কারণসমূহ ৩২
সমাধানের প্রস্তাবনা ৩৫

بسم الله الرحمن الرحيم

শুরুর কথা

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام علي نبينا محمد، وعلي آله وصحبه أجمعين

জীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বেশুমার নিয়ামত। তাঁর রহমতের মুখাপেক্ষী আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা। মানুষের জীবনে সন্তান-সন্ততিও তেমনই আল্লাহর এক অনন্য উপহার। পুণ্যবান সন্তান মা-বাবার চোখের শীতলতা, হৃদয়ের প্রশান্তি।

সন্তান যখন গুণী, সজ্জন ও চরিত্রবান হয় এবং সব ধরনের ভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে নিরাপদ থাকে, কেবল তখনই সে মাতা-পিতার জন্য পরিপূর্ণ নিয়ামত হিসেবে পরিগণিত হয়। তারপর সন্তানাদি থেকে আসে গোলাব-কুঁড়ির মতো কচি কচি নাতি-নাতনি—পারিবারিক আসরগুলোকে তারা জমিয়ে তোলে নিষ্পাপ মুখের পুষ্পিত হাসিতে আর পুরো ঘরজুড়ে ছড়িয়ে দেয় মুঠো মুঠো খুশির বিচিত্র সব মণিমুক্তো। এভাবে একটি পরিবার থেকে জন্ম নেয় আরও অনেক পরিবার, বয়ে চলে মানুষের বংশ-পরম্পরা। সন্তানদের দেওয়া মুরব্বিদের তরবিয়ত ও শিক্ষার আলো ছড়িয়ে যায় পরবর্তী বংশধরদের হৃদয়ে হৃদয়ে। উত্তম তরবিয়তের সাওয়াবও নিরবধি জমা হতে থাকে পূর্ববর্তীদের আমলনামায়।

সন্তানদের আদর্শচ্যুতি ও চারিত্রিক অধঃপতনের অন্যতম বৃহত্তম কারণ হলো, নানান অজুহাতে তাদের বিয়েকে পিছিয়ে দেওয়া।

বক্ষ্যমাণ রচনায় সন্তানরা হৃদয়ের গহীনে চেপে রাখা অনুভূতিগুলো ব্যক্ত করছে এবং বিয়ে-সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করছে। আশা করি, তাদের এই আলোচনা থেকে তাৎপর্যপূর্ণ কোনো ম্যাসেজ আমরা পেতে যাচ্ছি।

কেস স্টাডি

বাবার গৃহে আমি ছিলাম খুবই আদুরে মেয়ে। আমার কোনো চাওয়াই অপূর্ণ থাকত না। পাঁচ ভাইয়ের একটি মাত্র বোন বলে আমার স্নেহ-ভালোবাসা ও আদর-যত্নেও কোনো ত্রুটি হতো না। সবাই আমার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখত। আমার সকল আবদার পরিবারের সকলে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিত।

আর আমার চেতনার পুরোটা জুড়েই ছিল পড়ালেখা। লেখাপড়া ছাড়া অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দিতে আমি মোটেও রাজি হতাম না। আর এতে আমার সাফল্যও ছিল বেশ ঈর্ষণীয়। তাই সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি আমাকে অনুক্ষণ ঘিরে রাখত এবং সবাই আমাকে একটু কাছে পেতে উদগ্রীব থাকত।

আমার সময়গুলো বরাবরের মতো বেশ ভালোই কাটছিল। সময়ের পরিক্রমায় আমি মাধ্যমিক স্তরে উত্তীর্ণ হলাম। একদিন মায়ের দেওয়া একটি সংবাদে প্রথম বারের মতো কাঁপুনি ধরল আমার হৃদয়ে। তিনি বললেন, অমুক তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। তখন আমি কিছুটা আশ্চর্য ও অহংকার-মাখা স্বরে বললাম, পরিবারের লোকেরা কি আমাকে নিয়ে তামাশা করছে!? এই যে প্রস্তাব আসা শুরু হলো—এর পর থেকে এত ঘন ঘন প্রস্তাব আসতে লাগল যে, আমার অন্য বান্ধবীদের সবার মিলেও বোধহয় এত প্রস্তাব আসত না। একবার তো এক বান্ধবীকে গোপনে বলেই ফেললাম, মনে হচ্ছে—আমাদের শহরের সব যুবকই আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসবে, কেউ আর বাকি থাকবে না।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করা পর্যন্ত প্রস্তাব আসার এই ধারা অব্যাহত থাকল। তবে এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবের ধরনে কিছুটা পরিবর্তন এল। আমি সর্বদা একই প্রশ্ন করতাম, ছেলের যোগ্যতা কী? তার মধ্যে কী কী গুণ আছে?

আমি তোমাদের কাছ থেকে কিছুই লুকাব না। বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তরুণেরা, বিচিত্র সব পেশার যুবকেরা এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরা আমার পরিবারের কাছে সম্বন্ধ পাঠাত। বরং আমি তো এই পর্যন্ত বলব, একবার 'আব্দুল্লাহ' নামের অসাধারণ এক যুবক বিয়ের প্রস্তাব দেয়,

যে জ্ঞানে-গুণে এতটা সমৃদ্ধ ছিল যে, আর দশজন পুরুষ মিলেও তার কাছে ঘেঁষতে পারবে না। তবুও আমি তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলাম। কারণ, আমি সুন্দরী, আমি মেধাবী—আমার একটা অবস্থান আছে!

পড়ালেখার পাট চুকিয়ে যখন কর্মজীবনে পা রাখলাম, সম্বন্ধ আসার ধারা আরও বেড়ে গেল। তবে এতে কিছুটা পরিবর্তন দেখা গেল। যারা প্রস্তাব নিয়ে আসছে তাদের বয়স খানিকটা বেশি—ত্রিশের আশেপাশে! যদিও আমার অন্তরে বিপদঘণ্টা বেজেই চলছিল, কিন্তু আজকের আগে কখনোই তা আমি শুনতে পাইনি। সময় তার গতিতে বয়ে চলছে। এরই মধ্যে এমন একটি প্রস্তাব এল, যা আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। জানো, সেটা কী? এমন এক লোক প্রস্তাব নিয়ে আসে, যে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে এবং তার একটি সন্তান আছে। এরূপ প্রস্তাব পেয়ে প্রথমে বড় একটা ধাক্কা খেলাম। পরক্ষণেই বললাম, বেচারি! আমার অবস্থা জানে না, আমি কে? তার জন্য আমার এক ধরনের করুণা হলো।

দিন যায়, সপ্তাহ গড়ায়, মাস ফুরোয়, এদিকে আমার বয়সও বাড়তে থাকে। কিন্তু সেদিকে আমার কোনো খেয়াল নেই। আমি আমার কাজে নিমগ্ন। বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে একদিকে আমার দৈহিক লাবণ্য ও কমনীয়তা কমতে থাকে; অপরদিকে ক্রমশ বড় হতে থাকে আমার কাজের চাপ ও দায়িত্বের পরিধি, চিন্তা-ভাবনায়ও আসতে থাকে বড় ধরনের পরিবর্তন। আমি সকলের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে থাকি আর আব্দুল্লাহর মতো এক তরুণের প্রস্তাব পাওয়ার আশায় অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষার প্রহর গুনি। কিন্তু আমার আশায় গুড়ে বালি! প্রবাদ আছে, পাখি উড়ে গেছে তার খাবার নিয়ে। আব্দুল্লাহ এখন চার সন্তানের বাবা আর আমি বেচারা এখনও কুমারী বুড়ি!

আমার বয়স এখন ত্রিশ ছুঁইছুঁই। আশঙ্কাগুলো ঘনীভূত হয়ে আসছে ক্রমশ—ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠছে জীবন! এই তো আমার বান্ধবী ফাতিমা, সে এখন চার সন্তানের মা। অপর বান্ধবীর কোলজুড়ে চাঁদের মতো ফুটফুটে দুটি মেয়ে। আরেক বান্ধবী স্বামীকে নিয়ে কী যে সুখে দিন কাটাচ্ছে! অথচ, তাদের আর্থিক অবস্থা নিতান্তই সাধারণ। আর আমি...!

আমি নির্ঝঞ্ঝাট আরামে দিনাতিপাত করছি। আসলে আমি আত্মপ্রবঞ্চনায় ভুগছি; নিজের সাথে মিথ্যে বলছি। সত্যিই কি আমি সুখে আছি? বিশাল জনতার ভিড়ে এক অদ্ভুত নির্জনতা আমায় ছেঁকে ধরেছে। আমার বয়সের সকল মেয়েই তো একাধিক সন্তানের মা—তারা আদরের সন্তানদের সাথে হাসাহাসি করছে, মধুর স্বরে তাদের সম্বোধন করছে।

এদিকে আমার চারপাশে বিচিত্র সব ফিতনা ও পরীক্ষা এসে ভিড় জমাচ্ছে, আমাকে গ্রাস করে ফেলার উপক্রম করছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ থেকে হিফাজত করেছেন। হয়তো এটি আমার মা-বাবার দুআ ও সুনজরের বরকতে হয়েছে।

একদিন আমি অফিস থেকে ফিরলাম। এরই মধ্যে আমার তীক্ষ্ণ মেধা ও কঠিন অধ্যবসায় কর্মক্ষেত্রে আমাকে পৌঁছে দিয়েছে সাফল্যের সর্বোচ্চ স্তরে। কিন্তু এই সফলতা আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়। আমি কাজ থেকে বাসায় ফিরে দেখি, মা আমার উদ্দেশে একটি চিরকুট লিখে আমার বালিশের ওপর রেখে দিয়েছেন। তাতে লেখা, 'মেয়ে আমার, অমুক তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। সে ভালো চাকুরি করে আর তার বয়সও কম। আশা করি, তুমি সায় দেবে—যদিও তার অন্য এক স্ত্রী ও ছয়জন সন্তান রয়েছে। দিন কিন্তু চলে যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে আমাকে জানাও।'

আমি চিরকুটটা গভীর মনোযোগে পড়লাম এবং রাগে ফেটে পড়লাম। আমি মাথার চুলের দিকে তাকালাম। মাঝে মাঝে সাদা হয়ে ওঠা চুলগুলো লুকাতে এরই মধ্যে আমি কলপ লাগাতে শুরু করেছি। ভাবতে ভাবতে কান্নায় ভেঙে পড়লাম আমি। শেষ পর্যন্ত এমন একজন লোকও আমাকে প্রস্তাব দিল!?

আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। রেগেমেগে সেই সন্ধ্যায় আমি বাবার কাছে গেলাম। তাঁকে বললাম, কীভাবে আপনারা এমন একজন মানুষের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন যার ছয়টা সন্তান আছে?

আমার পিতার উত্তরটি আমার অন্তরে ধারালো ছুরির মতো বিদ্ধ হলো। তিনি বললেন, গত কয়েক মাসে আমাদের কাছে এমন বিবাহিতরা ছাড়া

অন্য কেউ প্রস্তাব নিয়ে আসেনি। আমার ভয় হয়—কিছুদিন পর হয়তো এমন সময় আসবে, যখন প্রস্তাব আসাই বন্ধ হয়ে যাবে।

মেয়ে আমার, মুরব্বিরা একটা কথা বলতেন, মেয়েরা গোলাপের মতো—ছিঁড়তে দেরি করলে এর পাপড়িগুলো ক্রমশ শুকিয়ে আসে। আমার মনে হয়, তুমিও এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছ। মেয়ে, তোমার কাছে তো শত শত প্রস্তাব এসেছিল, তুমি একটা একটা করে সবগুলোকেই প্রত্যাখ্যান করেছ। ও বেশি লম্বা, সে বেশি খাটো, ওর এই দোষ, অমুকের এই সমস্যা! আর এখন...? এমন সময় এসেছে, তুমি আর কাউকেই পাচ্ছ না...!

পরের দিন মাগরিবের পর আমি মা-বাবার সাথে কিছুক্ষণ বসলাম। লক্ষ করলাম, তারা আমার দিকে স্নেহ ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আমি একজন বয়স্ক কুমারী মেয়ে—যে বিয়ের ট্রেন ফেল করেছে। অথচ, ট্রেন তার চোখের সামনে দিয়েই তার সমবয়স্ক বান্ধবীদের নিয়ে চলে গেছে। ভাবতে ভাবতে আমি কেঁদে ফেললাম। আব্বুকে বললাম, ইস! আপনি যদি বিষয়টি সামাল দিতেন! তিনি বললেন, কীভাবে? আমি বললাম, আপনি যদি আমার হাত ধরে আপনার পছন্দের পাত্রের হাতে আমাকে তুলে দিতেন! আপনি কি আব্দুল্লাহকে পছন্দ করতেন না, তার প্রশংসা কি আপনি করতেন না? আপনি কি আপনার খালাতো ভাইকে পছন্দ করতেন না, তার প্রশংসা করতেন না? আব্বু, আপনি যদি তখন এমনটি করতেন, আমি এখন আপনাকে তিরস্কার করতাম না। হায়, আপনি যদি এর জন্য আমাকে প্রহার করতেন!! বলতে বলতে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

এখন আর কোনো যুবকই আমার কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসে না। না লম্বা, না খাটো; না ধনী, না দরিদ্র—কেউ আসে না। কল্পনার কোনো রাজপুত্র কিংবা স্বপ্নের কোনো নায়ক—কারও দেখা মিলে না। অর্থহীন প্রতীক্ষার বিদঘুটে আফসোসগুলো ঘনীভূত হচ্ছে ক্রমশ। হৃদয়জুড়ে অনুতাপের হাহাকার। জীবনের এই তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলো তুলে ধরলাম আমার মতো বোনদের কল্যাণের জন্য। আমি চাই না, আমার মতো করুণ পরিণতি আর কোনো বোনের হোক...।